জি. এইচ. ওঝা

প্রখ্যাত ভারতীয় ইতিহাসবিদ ও লিপিতাত্ত্বিক পণ্ডিত গৌরীশঙ্কর হীরাচাঁদ ওঝা (১৮৬৩-১৯৪৭ খ্রী.) রাজস্থানের ইতিহাস সম্পর্কিত অনেক গ্রন্থ হিন্দীভাষায় প্রকাশ করেন। ভারতীয় লিপি ও অভিলেখ চর্চার ক্ষেত্রেও তাঁর অনেক অবদান আছে। এক্ষেত্রে তাঁর সবচেয়ে বড় অবদান ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হিন্দীভাষায় রচিত 'ভারতীয় প্রাচীন লিপিমালা' নামক গ্রন্থ। ভারতীয় লিপিমালার আলোচনার ক্ষেত্রে এটি একটি পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ। ভারতবর্ষে লিখনশৈলীর প্রাচীনতা থেকে শুরু করে সেইসময় পর্যন্ত যত গবেষণা ও আবিষ্কার হয়েছে সেই সবের সারাংশ এবং ব্রাহ্মীলিপির বিবর্তনের ফলে শারদা, নাগরী, গ্রন্থ প্রভৃতি লিপির উৎপত্তি, বাংলা, তামিল, কন্নড় প্রভৃতি আঞ্চলিক লিপির আলোচনা, খরোষ্ঠী লিপির আলোচনা, সংখ্যার ব্রাহ্মী ও খরোষ্ঠী লিপি ও তাদের বিবর্তন ইত্যাদি সম্পর্কে সুন্দর আলোচনা তাঁর এই গ্রন্থটিকে পরম মূল্যবান করে তুলেছে। এই গ্রন্থের অন্যান্য বৈশিষ্ট্য হল গ্রন্থটির শেষাংশে বিভিন্ন শিলালেখ ও তাম্রশাসনে উৎকীর্ণ লেখের ভিত্তিতে প্রাসঙ্গিক সময়ের অক্ষর শরীরের প্রদর্শন। এই গ্রন্থে আশিটির বেশী চিত্রের মাধ্যমে তিনি ব্রাহ্মী থেকে শুরু করে বিভিন্ন আঞ্চলিক লিপির বর্ণমালা প্রস্তুত করেছেন। আবার ব্রাহ্মীলিপি থেকে বিবর্তনের মাধ্যমে নাগরী, শারদা, গ্রন্থ, বাংলা, কন্নড়, তামিল প্রভৃতি লিপির উৎপত্তিও তিনি এই গ্রন্থে অক্ষর-বিবর্তনের মাধ্যমে দেখিয়েছেন। তাই গ্রন্থটি ভারতীয় লিপি ও অভিলেখ চর্চায় অপরিহার্য। তবে এই গ্রন্থে নির্বাচিত অভিলেখগুলির প্রতিলিপি মূলের ফোটোগ্রাফ বা এস্ট্যাম্পেজ্ নয় বলে কোথাও কোথাও কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি রয়ে গেছে। ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে গ্রন্থটির দ্বিতীয় সংস্করণ এবং ১৯৭১ খ্রীষ্টাব্দে *'The Palaeography'* নামে গ্রন্থটির ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে।

দিনেশ চন্দ্র সরকার

ভারতের অভিলেখ চর্চা ও ইতিহাসের পঠনপাঠনে অভিলেখবিদ্, মুদ্রাবিশেষজ্ঞ ও ঐতিহাসিক দিনেশচন্দ্র সরকারের (১৯০৭—৮৫ খ্রী.) ভূমিকা অবিস্মরণীয়। বিংশ শতকের মধ্যতিরিশ থেকেই তিনি অভিলেখ চর্চার জগতে বিখ্যাত হয়েছিলেন। বর্তমান বাংলাদেশের ফরিদপুরের নিকট কৃষ্ণনগরে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র এবং প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসের প্রতিভাবান গবেষক ছিলেন। দীর্ঘ কর্মজীবনে তিনি নানা পদ অলঙ্কৃত করেছেন। ১৯৪৯-৫৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি আর্কিওলাজিকাল সার্ভে অব্ ইণ্ডিয়ার সুপারিন্টেন্ডেন্ট ছিলেন। তিনি ভারত সরকারের এপিগ্রাফিস্ট পদও ১৯৫৫-৬১ খ্রী. পর্যন্ত

অলঙ্কৃত করেছেন। পরে ১৯৬২-৭২ খ্রী. পর্যন্ত তিনি প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের কারমাইকেল অধ্যাপক ছিলেন। এছাড়াও তিনি দেশে ও বিদেশে নানা সাম্মানিক পদ অলঙ্কৃত করেছেন। বিভিন্ন নামী পত্রিকায় তিনি প্রায় ১২০০ প্রবন্ধ লিখেছেন। তাঁর বিরচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলি হল—

1. Select Inscriptions bearing Indian History and Civilization Vol 1. (from the Sixth Century B.C. to the Sixth Century A.D) [1942 & 1965]
2. Do (from the Seventh Century A.D.) [1981]
3. Indian Epigraphy [1965]
4. Indian Epigraphical glossary [1966]
5. Studies in the geography of Ancient and Medieval India. [1960, 1971]
6. Studies in the Society and Administration of Ancient and Medieval India. Vol.1 [1967]
7. Studies in Indian Coins. [1968]
8. Studies in the Religious Life of Ancient and Medieval India. [1971]
9. Epigraphical Discoveries in East Pakistan. [1973]
10. The Inscriptions of Ashoka. [1957, 1967, 1975]
11. Early Indian Numismatic and Epigraphical studies. [1977]
12. Some problems of Indian History and Culture. [1974]

এগুলি ছাড়াও তিনি বাংলাভাষায় 'শিলালেখ-তাম্রশাসনাদির প্রসঙ্গ' (১৯৮২), 'পাল-সেন যুগের বংশানুচরিত' (১৯৮২) প্রভৃতি মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেছেন। এইসব গ্রন্থ রচনা ছাড়াও তিনি '*Epigraphica Indica*' এর XXX–XXXVI খণ্ড সম্পাদনা করেছেন। তাছাড়া তিনি ইতিহাস চর্চা বিষয়ক অনেক পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন।

পণ্ডিত ভাণ্ডারকারের মতে ১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দেই শ্রী সরকার 'অভিলেখ ও লিপিবিদ্যা' বিষয়ক গ্রন্থ রচনার ক্ষেত্রে তৎকালীন জীবিত চারজন ব্যক্তিত্বের মধ্যে অন্যতম ছিলেন। বিখ্যাত ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদারের মতে শ্রীসরকার যে কোন জীবিত বা মৃত ভারততত্ত্ববিদের চেয়ে বেশী জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধ রচনা করে গেছেন। শ্রীসরকার অভিলেখসমূহে প্রাপ্ত তথ্যরাশির সঙ্গে মুদ্রা, সাহিত্য ও অন্যান্য সমসাময়িক অভিলেখের সমন্বয়সাধন করে যে ধরনের বিশ্লেষণাত্মক আলোচনা করেছেন, তা দুর্লভ ও অনন্যপূর্ব।